

ওঁ

# দম্পতির ধর্মালাপ

মহাত্মা গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন  
কর্তৃক প্রণীত ।

কলুষানল দক্ষান্নাং শান্তয়েহমৃতবারিভিঃ ।  
প্রকাশ্যতে সত্যধর্মো মুক্তয়ে মুক্তিকাক্ষিণাম্ ॥

দম্পতির ধর্ম্মালাপ  
মহাত্মা গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন  
কর্তৃক প্রণীত ।

সংস্করণ: বর্তমান সংস্করণটি গুরুনাথ সেনগুপ্ত স্মৃতি সংগঠন-এর পক্ষ  
হতে আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত ।

প্রকাশকাল: ১৭৩ সত্যাব্দ ।  
২৮শে বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ ।  
১২ই মে, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ ।

গ্রন্থস্বত্ব ©: গুরুনাথ সেনগুপ্ত স্মৃতি সংগঠন, বেঙ্গা,  
উপজেলা: কালিয়া, জেলা: নড়াইল, বাংলাদেশ ।

ISBN: 978-984-34-7300-4

মূল্য:

গুরুদেব!

‘দম্পতির ধর্ম্মলাপ’-এর বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হল।  
পারলৌকিক নির্দেশে ভারপ্রাপ্ত সাধক শ্রীদিলীপ কুমার বিশ্বাস  
মহোদয় কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া শ্রীমান আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস সত্যধর্ম্মের  
যাবতীয় গ্রন্থাদি প্রকাশনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তাহারই ধারাবাহিকতায়  
বর্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল।

মুদ্রাক্ষনকালে অনবধানতাবশতঃ যদি কোনও স্থানে কোনও  
রূপ ভাব-বিপর্যয় সংঘটিত হইয়া থাকে, পরমারাধ্য গুরুদেব দয়া  
করিয়া সেই অপরাধের মার্জনা করিবেন।

আপনার সেবকাধম  
নিখিল চন্দ্র হীরা

## বিজ্ঞাপন

“দম্পতির ধর্মালাপ”-এর বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হইল। মহাত্মা গুরুনাথ লিখিত পাণ্ডুলিপিকে মূল অবলম্বন করে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হ’ল। এ কার্যে যাহারা বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছেন, তাহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

সকল দ্রুতি বিচ্যুতির জন্য পরম আরাধ্য গুরুদেবের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। পুস্তকটি গুরুনাথ সেনগুপ্ত স্মৃতি সংগঠন-এর পক্ষ হতে প্রকাশিত হল।

১৭৩ সত্যাব্দ।

২৮শে বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ।

১২ই মে, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

বিনীত

আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস

## দম্পতির ধর্মালাপ ।

স্ত্রী । নাথ! যদিও তোমার প্রেমভাব চিন্তা করিয়া আমি কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করিতেছি, কিন্তু তোমার জ্ঞানময় তেজঃ প্রভাবে অভিভূত হইয়া আদেশ ব্যতীত সে বিষয়ে সাহস করিতে পারিতেছি না! অতএব দেব, এবিষয়ে কি অনুমতি হয়?

পতি । প্রিয়ে! প্রিয়তমে! অনন্তকাল সঙ্গিনী অভিন্ন হৃদয়ে! হে আমার অনন্তকালের ভালবাসা! আজীবন যেন এইভাবে-এইরূপ প্রেম বিগলিত ভাবেই আমাদিগের অতিবাহিত হয়। মনুষ্য দেহধারণ করিয়া স্থূলগুণ যাহা যাহা জানিতে হয়, তৎসমুদায় বিষয়েই আমি তোমাকে ও তুমি আমাকে যথাসাধ্য উপদেশ দিয়াছি ও দিয়াছ। এক্ষণে তোমার কোন বিষয় আলোচনা করিতে বাসনা হইয়াছে, বল! দেবি! তুমি আমারি, ও আমি তোমারি এবং তুমিই আমি ও আমিই তুমি, তোমাতে ও আমাতে কোনও ভেদ নাই। তুমি আমার সহিত মিলিত হইয়া জগতের প্রতি যে মধুময় সুধাময় প্রেম বিস্তার করিয়াছ, যাহার ফলে তুমি স্বীয় হৃদয়-নাথ ব্যতীত অন্য সমস্ত পুরুষকে পুত্র ভাবে ও রমণী গণকে কন্যাভাবে দেখিতে সমর্থ হইয়াছ, সেই অতুল প্রেম বিষয়ে কি আলোচনা করিতে তোমার বাসনা হইয়াছে? অথবা, যে ভক্তি ব্যতীত প্রেমিকেরও হৃদয়ের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয় না, যে ভক্তি স্বাবলম্বী সাধকগণের পরম ধন, যে ভক্তি মরুভূমিকে উর্বর

ক্ষেত্রে ও পূতিগন্ধময় প্রদেশকে সৌরভময় জনপদে পরিণত করে, ফলতঃ যে ভক্তি ব্যতীত মুক্তি লাভ সুদুর্লভ, তুমি কি সেই ভক্তির বিষয় আলোচনা করিতে বাসনা করিয়াছ? কিংবা যে জ্ঞান ব্যতীত হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত হয় না, সমস্ত গুণের সামঞ্জস্য সাধিত হয় না, আত্মায় শান্তি শাস্বতী ভাব ধারণ করে না; ইত্যাদি ইত্যাদি তুমি কি সেই জ্ঞানের বিষয়ে কথোপকথন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? তুমি এ সমস্ত বিষয়েই আমার তুল্যা, সুতরাং তোমাকে শিক্ষাদিতে আর আমি সমর্থ নহি, তবে তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে চিরদিন ই বাধ্য আছি। এক্ষণে তোমার যে বিষয় অভিমত হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া আমার আনন্দ বৃদ্ধি কর।

স্ত্রী। হৃদয়েশ্বর! রমণী জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহা যাহা লোকে কামনা করিয়া থাকে, তোমার প্রসাদে আমি তৎসমুদায় ই প্রাপ্ত হইয়াছি! তন্মিন্ন সাধারণের চিন্তা পথের অতীত বহুতর বিষয়ও তুমি কৃপা করিয়া আমাকে দান করিয়াছ। তুমি আমাকে তোমার বিশাল হৃদয়ে একেবারে মিলাইয়া রাখিয়াছ, আমি তোমার প্রেমজলধির ক্ষুদ্রতম সলিল মাত্র। কিন্তু তথাপি তোমারি গুণে আমি তোমার হৃদয়ের সর্বস্থানে আমার হৃদয়ের সর্বদেশ দেখিতে পাই নাই। ধন্য তুমি, ধন্য তোমার প্রেম, ধন্য ধন্য গুণসাধক, যাহার প্রভাবে আজ আমার এই অসুলভ আনন্দ লাভ হইতেছে! প্রাণের ধন! আমার প্রথমতঃ প্রার্থনা এই যে,

১ম প্রশ্ন। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্মপ্রণালী প্রচলিত আছে, এইগুলি সমুদায়ই কি সত্য? অথবা ইহাদিগের মধ্যে একটিও সত্য নহে?

উঃ। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্মপ্রণালী প্রচলিত আছে, সমুদায়ই সত্য, কিন্তু যখন যে ধর্মে অনির্ব্বাচ্য বিষয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে, তখনই সেই স্থানে কিঞ্চিৎ অসত্যের সংশ্রব হইয়াছে, কারণ যাহা বাক্যে বলা যায় না, তাহা যদি বাধ্য হইয়া বাক্যে বলিতে হয়, তবে কাজে কাজেই কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণতা ঘটে।

পত্নী। যদি পৃথিবীর সকল প্রকার ধর্মপ্রণালীই সত্য হইল, তবে পরস্পর এত বিরোধ কেন?

পতি। বিরোধ কেবল অজ্ঞানতার জন্য, নতুবা কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি গাণপত্য, কি সৌর, কি বৌদ্ধ, কি ইহুদী, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, সকলের ধর্মই সত্য, সুতরাং ইহারা সকলেই সত্যধর্মাবলম্বী।

পত্নী। যদি এই সকল ধর্ম ই সত্য হইল, তবে আবার সত্যধর্ম প্রচারের প্রয়োজন কি?

পতি। সত্যধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য অখণ্ড, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয় তোমাকে বলিতেছি।

(ক) পূর্বোক্ত সমুদায় ধর্মপ্রণালী আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ নহে, ইহা সাধারণ জনগণকে পরিজ্ঞাপিত করা সত্যধর্ম প্রচারের প্রথম উদ্দেশ্য।

(খ) উল্লিখিত ধর্মপ্রণালী সমূহ অবলম্বন করিয়া অনেক অনেক মহাত্মা সিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু এই পরিবর্তনশীল জগতে শরীরের ন্যায় মনের অবস্থারও বংশ পরম্পরায় পরিবর্তন সাধন হইতেছে। সংপ্রতি মনুষ্যের দেহের ও অন্তঃকরণের যেরূপ অবস্থা তাহাতে তাহারা আর পূর্বানুষ্ঠিত কঠোর সাধনা করিয়া প্রায়শঃ সিদ্ধিলাভে সমর্থ নহে। এজন্য এই বর্তমান সময়ে আমাদিগের গুরুদেব যেরূপ স্বল্লায়াস-সাধ্য সাধনার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা, সর্বসাধারণের ক্লেশ রাশি নিবারণার্থে সর্বত্র প্রকাশিত করা সত্যধর্ম প্রচারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

(গ) দেবদেবীগণ পূর্বেও যেমন ছিলেন, এখনও তেমনই আছেন, পূর্বে তাঁহাদিগের অর্চনা করিয়া লোকে যেরূপ ফল পাইত, এখনও প্রকৃত পূজা করিতে পারিলে তদ্রূপ ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু পূজা পদ্ধতি প্রায় পূর্ববৎ থাকিলেও উহার অন্তর্গত অতি প্রধান ও অতি গুহ্য ২।৪টি কথা স্থানে স্থানে নাই, বোধকরি পূর্বতন পূজকগণ স্বীয় গৌরব রক্ষার্থ ঐগুলি গ্রন্থ হইতে তুলিয়া ফেলাইয়া দিয়াছিলেন, কারণ তাহা হইলে অন্যে ঐ পুস্তক দেখিয়া পূজা করিয়া আর ফল পাইবে না, কিন্তু তাঁহারা গুপ্ত অংশের পরিজ্ঞান সিদ্ধির ফল



পাইতে পারিবেন। এইরূপ যেসকল অংশ গুপ্ত হইয়াছে, তাহা পুনঃ প্রচারিত করা সত্যধর্মের তৃতীয় উদ্দেশ্য।

(ঘ) কি শাক্ত শৈব বৈষ্ণবদি ধর্ম, কি বৌদ্ধ ধর্ম, কি ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম—সকল ধর্মেই এরূপ কতকগুলি কথা আছে, যাহার অর্থ আপাততঃ কিছুই বুঝা যায় না, অথবা অতিশয় কুৎসিত বলিয়া জানা যায়, কিন্তু ঐ সমস্তের যে অতি উৎকৃষ্ট অর্থ আছে, তাহা না জানাতে ঐ সকল ধর্মাবলম্বীরা স্ব স্ব ধর্মের প্রতি ক্রমশঃ বীতরাগ হইতেছেন, একারণ তাঁহাদিগকে দৃঢ়তর রাখা এবং উল্লিখিত অসত্য সংকলনের অপসারণ পূর্বক সত্য প্রকাশ সত্যধর্মের চতুর্থ উদ্দেশ্য।

(ঙ) কোন একজন প্রকৃত ধর্মার্থী কখনই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না, অথচ যিনি প্রকৃতরূপে ধর্মানুষ্ঠান করেন, তিনি ঐ সকল ধর্মের কোনওটিরই বিরোধী নহেন। সুতরাং তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, আপনি কোন্ ধর্মাবলম্বী, তবে তিনি কোনও প্রচলিত ধর্মের নাম করিতে পারেন না। কেননা তৎসমুদায়ই বর্তমান সময়ে সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া সর্বধর্ম মর্মভাব অপূরিত, একারণ তাঁহাকে বলিতে বাধ্য হইতে হয়, যে, যে ধর্ম সত্য অর্থাৎ যথার্থ বিষয় সমূহে পরিপূর্ণ, যে ধর্ম সত্য অর্থাৎ নিত্যকাল বিদ্যমান ছিল, আছে ও থাকিবে এবং যে ধর্ম সত্য অর্থাৎ সত্যস্বরূপ পরম

পিতার একমাত্র অভিপ্রেত, আমি সেই ধর্ম অবলম্বন করিয়াছি।  
 এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ উল্লিখিত ধর্মের কোনও একটি নাম  
 হইতে পারে না। কিন্তু যেমন জগদীশ্বর নিরূপাধি হইলেও ভক্তগণ  
 তাঁহাকে নানাবিধ নামে আখ্যাত করিয়াছেন, তদ্রূপ উল্লিখিত ধর্মেরও  
 নানারূপ নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু যতগুলি নাম জগতে প্রচারিত  
 হইয়াছে, কোনটাই ব্যাপক নহে, সকলগুলিই ব্যাপ্য, কেবল  
 “ব্রাহ্মধর্ম” এই নামটি ব্যাপক, কিন্তু উক্ত নামটি ধর্মের মর্ম-প্রকাশক  
 না হইয়া কেবল ধর্মানুষ্ঠানের লক্ষ্যার্থের প্রকাশক হইয়াছে, এজন্য ঐ  
 নামটিকেও সর্বোচ্চ সম্পন্ন বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। মনে কর,  
 একজন জিজ্ঞাসা করিলেন যে মহাভারতের রচয়িতা কে, ইহাতে যদি  
 কেহ বলে যে, “পরশুরের পুত্র”, তবে উহা অসঙ্গত হইল না বটে,  
 কিন্তু প্রণেতার প্রকৃত নাম জানা গেল না, কেবল তৎপরিবর্তে তাঁহার  
 একটি মাত্র বিষয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। এইরূপ ব্রাহ্মধর্ম  
 বলিলে বুঝা যায় যে উহা ঈশ্বরবাদপূর্ণ ধর্ম, এইমাত্র, কিন্তু  
 অত্যাৱশ্যক পূর্বোক্ত ত্রিবিধ অর্থ বুঝায় না। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা  
 করিয়া পারলৌকিক মহাত্মারা এই বিশ্বব্যাপী-সর্বধর্ম গর্ভ সর্বোপেক্ষা  
 ব্যাপকতম “সত্যধর্ম” এই নাম নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,  
 সংস্কৃত ভাষা পার্থিব সমস্ত ভাষা অপেক্ষা ব্যাপক বলিয়া, ইহার,  
 “সত্য” শব্দ যাদৃশ ভাব প্রকাশক, অন্য সমস্ত ভাষায় তাদৃশ ব্যাপক  
 শব্দের প্রচলন নাই। তথাপি অংশতঃ যাহা আছে তাহা অবলম্বন  
 করিলে পূর্বো পূর্বো এইরূপ নামই প্রদত্ত হইয়াছিল যথা —

খৃষ্ট প্রচারিত ধর্ম “ট্রু রিলিজেন” অর্থাৎ সত্যধর্ম নামে বিখ্যাত।

পত্নী। (পতির কথায় বাধা দিয়া) আচ্ছা, সত্যধর্ম প্রচারের অন্য যেসকল উদ্দেশ্য আছে, তাহা সময়ান্তরে শুনিব, সংপ্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈশ্বরের স্বরূপ কি?

পতি। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড়ই সুকঠিন, কেননা তিনি যখন অনির্বাচনীয়, তখন কিরূপে তাঁহার বিষয় বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিব? আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, অনির্বাচ্য বিষয় যখন বলিতে যিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই তখন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সুতরাং আমিও এবিষয়ে যাহা বলিব, তাহাও সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। যিনি ঈশ্বর দর্শন লাভ করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, তিনি কিরূপ, তন্মিল্ল অন্যের তাহা জানিবার সাধ্য নাই। তবে তোমার অনুরোধে আমি এবিষয়ে যতদূর স্পষ্ট করিতে পারি, তাহার জন্য চেষ্টা করিব।

কোন একটী বিষয়ের স্বরূপ নির্দেশ দুই প্রকারে হইতে পারে। উহার একটীকে অন্বয়ী উপায় ও অপরটীকে ব্যতিরেকি উপায় কহে।

অসম্পূর্ণ

---